দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 28 MAY 2012
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

# কুবি'র ৬ষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ আজ অন্তহীন সমস্যায় জর্জরিত

■ কুমিল্লা (দক্ষিণ) প্রতিনিধি

আজ অন্তহীন সমস্যার মধ্য দিয়ে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (কুবি) পদার্পণ করবে ৬ষ্ঠ বর্ষে। ক্লাসরুম, আবাসন সংকট, সেশন জট ইত্যাদি কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এর কাঙ্ক্ষিত পথচলা। এসব সমস্যার মাঝে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে।

পাকিস্তান শাসনামলের প্রথম থেকেই শুরু হয় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখা। কুমিল্লাবাসীর প্রাণের দাবি কুমিল্লায় একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। অবশেষে দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর অপেক্ষার পর ২০০৬ সালে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হয়। একই বছর ৭ ফেব্রুয়ারি সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঐতিহাসিক লালমাই ময়নামতির পাদদেশে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অতিদ্রুত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে ৩০০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি ও ৩০ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগের মাধ্যমে ২০০৭ সালের ২৮ মে শুরু হয় এ বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষা কার্যক্রম।

কুমিল্লা নগর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে কোটবাড়ির সালমানপুরে ৫০ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৬টি ব্যাচে ১৪টি বিভাগে প্রায় ২ হাজার ৭০০ শিক্ষার্থী রয়েছে। ক্লাসরুম সংকটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেয়া হয় দুই শিফটে। মাত্র ৩টি একাডেমিক ও ১টি প্রশাসনিক ভবন রয়েছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে প্রায় একশ' জন। প্রয়োজনীয় সংখ্যক হল না থাকায় আবাসন সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। ২টি ছাত্র হলে প্রায় ৩০০ সিট এবং একমাত্র ছাত্রী হলে রয়েছে ২০০ সিট। এ কারণে বাধ্য হয়েই অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে নগরীতে থাকতে হচ্ছে। ভাড়া করা কয়েকটি বাস দিয়ে জোড়াতালি দিয়ে চলছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন ব্যবস্থা। এছাড়া লাইব্রেরিতে নেই পর্যাপ্ত বই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা প্রসঙ্গে কুবির ভিসি প্রফেসর ড. আমির হোসেন খান জানান, আবাসন সমস্যা দূর করতে কয়েকটি আবাসিক হল নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য সমস্যা সমাধানের জন্য ইতিমধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।